প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

১.০ পটভূমি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পল্লী ও শহর এলাকার দুঃস্থ, দরিদ্র, অবহেলিত, অনগ্রসর ও সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন- ভূমিহীন কৃষক, বেকার যুবক-যুবতী, শিশু-কিশোর, এতিম, ভবঘুরে, বয়স্ক, মুক্তিযোদ্ধা, বিধবা, প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক ও সমস্যাগ্রস্ত অন্যান্য পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদে পরিণত করে দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা ও পারিবারিক উন্নয়ন সাধনসহ বিভিন্নমুখী কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। এ সকল কর্মসূচি বাংলাদেশের সংবিধান, দেশের প্রচলিত আইন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা- ২০২১, জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরামে দেয়া রাষ্ট্রিয় প্রতিশ্রুতি'র অংশ। এছাড়াও এ মন্ত্রণালয় সমাজকল্যাণ বা প্রতিবন্ধিতা সংক্রান্ত যাবতীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ে প্রজাতন্ত্রের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করাসহ দেশে সমাজকল্যাণ বিষয়ক আইন-বিধি প্রণয়ন ও পরিপালনের দায়িত্ব পালন করছে।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ভারত থেকে এদেশে মোহাজেরদের আগমন ঘটে। এতে তৎকালীন প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় বস্তি সমস্যাসহ সৃষ্টি হয় নানা সামাজিক সমস্যা। এসকল সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে স্বাস্থ্য পরিদপ্তরের আওতায় সর্বপ্রথম ঢাকার কায়েতটুলিতে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম চালু হয়। পাশাপাশি সামাজিক সমস্যা নিরসনে ও সমাজকল্যাণ কর্মকান্ডে স্বেচ্ছাসেবী কর্মী ও সংগঠনকে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য একটি রেজল্যুশনের মাধ্যমে ১৯৫৬ সালে গঠিত হয় সমাজকল্যাণ পরিষদ। ১৯৫৭ সালে বর্ধমান হাউজ (বর্তমান বাংলা একাডেমী) থেকে ৪১ হাটখোলা

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ভারত থেকে এদেশে মোহাজেরদের আগমন ঘটে। এতে তৎকালীন প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় বস্তি সমস্যাসহ সৃষ্টি হয় নানা সামাজিক সমস্যা। এ সকল সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে স্বাস্থ্য পরিদপ্তরের আওতায় সর্বপ্রথম ঢাকার কায়েতটুলিতে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম চালু হয়।

রোডে অফিস স্থানান্তর করা হয়। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মকাণ্ডকে একটি নিয়মনীতির আওতায় আনয়নের জন্য ১৯৬১ সালে জারী করা হয় 'স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রন) অধ্যাদেশ'। ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে স্থানান্তরিত ভবঘুরে কল্যাণ কেন্দ্র, শিক্ষা পরিদপ্তর হতে হস্তান্তরিত সরকারি এতিমখানা এবং সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে হস্তান্তরিত হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্তির মাধ্যমে কাঠামোগতভাবে ১৯৬১ সালে স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। ১৯৭২ সালে স্বাধীন দেশের উপযোগী করে সমাজকল্যাণ পরিষদ নতুন রেজল্যুশনের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ' গঠিত হয়। সমাজকল্যাণ পরিদপ্তরের কার্যক্রম দেশব্যাপী সম্প্রসারণ এবং সদ্য স্বাধীন দেশের সামাজিক সমস্যাসমূহ টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় ১৯৭৪ সালে শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর সমাজকল্যাণ বিভাগ হিসেবে উন্নীত হয় এবং ১৯৭৮ সালে সরকারের একটি স্থায়ী জাতিগঠণমূলক বিভাগ হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। ১৯৮৪ সালে সরকারের বিভাগ পুনর্গঠন সম্পর্কিত প্রশাসনিক কমিটির সুপারিশক্রমে সমাজকল্যাণ বিভাগকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'সমাজসেবা অধিদফতর' নামে নামকরণ করা হয়। ১৯৮৪ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের মহামান্য প্রেসিডেন্ট শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান এর অর্থায়নে গঠিত শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ), বাংলাদেশ সরকার ও আবুধাবী ফান্ড ফর আরব ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ADFAED) এর মধ্যে একটি সম্মত কার্যবিবরণী'র ভিত্তিতে গঠিত হয়। যা পরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। ১৯৮৯ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় একক নামে একটি সম্পূর্ণ পৃথক মন্ত্রণালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। দেশের

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য দ্য সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ এর আওতায় ১৯৯৯ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন নিবন্ধিত হয় ও এর সংঘস্মারক ও গঠনতন্ত্র প্রণীত হয়। ২০০০ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশনকে এ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর হিসেবে ন্যস্ত করা হয়।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রনাধীন সমাজসেবা অধিদফতর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট- এ চারটি দপ্তরের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠি ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহকে সামাজিক নিরাপত্তা, সেবা ও সহযোগিতা প্রদান প্রক্রিয়ায় দেশের জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত এ বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ অর্থবছরে মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। দেশের নাগরিকগণ এ প্রতিবেদন থেকে মন্ত্রণালয়ের কাজের সাফল্য-ব্যর্থতা অবলোকন করতে পারবেন এবং কাজের মান ও পরিধি বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করতে সক্ষম হবেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তাঁর কাজের মূল্যায়ন এবং সুপারিশ প্রত্যাশী।

১.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সংবিধানের উল্লেখযোগ্য অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ ১১ গণতন্ত্র ও মানবাধিকার

১১। প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।

অনুচ্ছেদ ১৫ মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা

১৫। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়:

(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;

(খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;

(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং

(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার।

অনুচ্ছেদ ১৭ অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা

১৭। রাষ্ট্র

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য;

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য;

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য;

কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

অনুচ্ছেদ ১৮ জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা

১৮। (১) জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ।

অনুচ্ছেদ ১৯ সুযোগের সমতা

১৯। (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন ।

(২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন ।

অনুচ্ছেদ ২৭ আইনের দৃষ্টিতে সমতা

২৭ ।সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী ।

অনুচ্ছেদ ২৯ সরকারী নিয়োগলাভে সুযোগের সমতা

২৯ । (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে ।

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে

নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না ।

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই-

(ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হইতে,

(খ) কোন ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান-সংবলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হইতে,

(গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে,

নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে,

রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না ।

অনুচ্ছেদ ৩১ আইনের আশ্রয়-লাভের অধিকার

৩১ । আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে ।

অনুচ্ছেদ ৩২ জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকাররক্ষণ

৩২ ।আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না ।

অনুচ্ছেদ ৩৪ জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরণ

৩৪ । (১) সকল প্রকার জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ; এবং এই বিধান কোনভাবে লংঘিত হইলে তাহা আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে ।

(২) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই সেই সকল বাধ্যতামূলক শ্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যেখানে

(ক) ফৌজদারী অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি আইনতঃ দণ্ডভোগ করিতেছেন; অথবা

(খ) জনগণের উদ্দেশ্যসাধনকল্পে আইনের দ্বারা তাহা আবশ্যক হইতেছে ।

অনুচ্ছেদ ৩৮ সংগঠনের স্বাধীনতা

৩৮। জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির উক্তরূপ সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার কিংবা উহার সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে না, যদি-

(ক) উহা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;

(খ) উহা ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;

(গ) উহা রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বা জঙ্গী কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; বা

(ঘ) উহার গঠন ও উদ্দেশ্য এই সংবিধানের পরিপন্থী হয়।

১.২ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক সনদ ও ঘোষণা:

১.২.১ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG)

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা The Millennium Development Goals (MDGs) হচ্ছে আট'টি আন্তর্জাতিক লক্ষ্যমাত্রা যা জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের সকলে এবং ২৩টি আন্তর্জাতিক সংস্থা ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অর্জন করবে বলে সম্মত হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রাগুলো হচ্ছে:-

- চরম দরিদ্রতা ও ক্ষুধা নির্মূল;
- সর্বজনিন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন;
- জেন্ডার সমতা ও নারী ক্ষমতায়নকে প্রমোট করা;
- শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসকরণ;
- এইচআইভি/এইড্স, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ;
- টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং
- উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশিদারিত্বের উন্নয়ন।

এ আটটি লক্ষ্যমাত্রার প্রত্যেকটির জন্য নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য এবং তা অর্জনের সময় নির্ধারণ করা আছে।

১.২.২ সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ ১৯৪৮

জাতিসংঘে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা গৃহীত হয়। এ হচ্ছে সেই গুরুত্বপূর্ণ সর্বজনীন দলিল, যা মানুষের জন্মগত ও সহজাত অধিকারগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাকে পরে প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইনের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। ফলে এটির আইনগতভাবে অনুসরণ বাধ্যতামূলক। ঘোষণাটিতে বলা হয়েছে যে সব মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং সমমর্যাদা ও অধিকার ভোগ করে। তাদের আছে মুক্ত মন ও বিবেক এবং তারা ভ্রাতৃত্ববোধে আলোকিত হয়ে একে অপরকে সহযোগিতা করে। সর্বজনীন মানবাধিকার সনদে মানুষের মৌলিক মানবাধিকার, মানুষের যোগ্যতা ও মর্যাদা, নারী-পুরুষের সমঅধিকারের প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে এবং বৃহত্তর স্বাধীনতার পরিবেশে উন্নত জীবন ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য কাজ করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।

১.২.৩ শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯

মানবাধিকারের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ শিশু অধিকার। ১৯১টি রাষ্ট্র কর্তৃক অনুসমর্থিত হয়ে ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর সর্বসম্মতক্রমে গৃহীত হয় জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ। সব আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তির মধ্যে এ সনদটি সর্বোচ্চসংখ্যক রাষ্ট্রের সমর্থন পায়। সনদের প্রথম অনুচ্ছেদেই শিশুকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে 'শিশু বলতে ১৮ বছরের কম বয়সী যেকোনো মানুষকে বোঝাবে'। শিশুর জন্য বৈষম্যহীন অবস্থা, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ, শিশুর বেঁচে থাকা ও বিকাশের অধিকার, শিশুদের মতের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ, পারিবারিক পরিবেশ ও বিকল্প যত্নের ব্যবস্থা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও কল্যাণ, শিক্ষা, অবসর ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে শিশুর অংশগ্রহণের অধিকার ইত্যাদি বিষয় এ সনদের মাধ্যমে নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য বলা হয়েছে। শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী, শিশুর কথা শুনতে হবে এবং তার মতামতকে সম্মান জানাতে হবে। শিশু অধিকার সনদ শিশুর মানবাধিকারের ন্যূনতম মান নির্ধারণ করে যা বড়দের চেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে বেশী হওয়া উচিত। শিশুর যে অবস্থাই হোক না কেন, যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, প্রতিটি শিশুর অধিকারের জন্য আন্তর্জাতিক সংগ্রামের ভিত্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে শিশু অধিকার সনদ।

১.২.৪ সবার জন্য শিক্ষার সর্বজনীন ঘোষণা ১৯৯০

১৯৯০ সালের ৯মার্চ জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে সবার জন্য শিক্ষার বিশ্বজনীন ঘোষণা করা হয়। মৌলিক শিক্ষার প্রয়োজন পূরণে শিক্ষার যে সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে, তা থেকে শিশু, তরুণ ও প্রাপ্তবয়স্ক-প্রত্যেকেই দেশ ও সংস্কৃতিভেদে ভিন্ন হবে এবং আবশ্যকীয়ভাবে সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে তা পরিবর্তিত হবে। শিক্ষা সাধারণ সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সমৃদ্ধ করতে হবে। গরিব, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য প্রাথমিক শৈশবকালের যত্ন বিস্তার ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ব্যাপ্তি বাড়াতে হবে।

১.২.৫ জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ ২০০৬

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬১তম অধিবেশনে ১৩ ডিসেম্বর ২০০৬ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ অনুমোদন করা হয়। ৫০টি আবশ্যিক ধারা ও ১৮টি ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান সম্বলিত এ সনদ বৈষম্য, উপেক্ষা, দমনপীড়ন আর নির্যাতনের অভিজ্ঞতা থেকে ওঠে আসা প্রতিবাদ ও সমান অধিকারের দাবির প্রতি সাড়া দিয়ে বেশ কিছু মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এ অধিকার সনদের লক্ষ্য হলো সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির

পূর্ণ ও সমান মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহ চর্চার প্রসার, সুরক্ষা ও সুনিশ্চিতকরণ। তাদের চিরন্তন মর্যাদার প্রতি সম্মান সমুন্নত করা। সাথে সমতার ভিত্তিতে যে কোন ভেদাভেদ বর্জন অথবা নিষেধাজ্ঞা, যার উদ্দেশ্য বা পরিনতিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক অথবা অন্য যে কোন ক্ষেত্রের সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের স্বীকৃতির উপভোগ বা অনুশীলনে বাধাগ্রস্ততা বিলোপ সাধন এ সনদের মূল প্রতিপাদ্য। বাংলাদেশ এ অধিকার সনদের ৯১তম রাষ্ট্র হিসেবে স্বাক্ষর এবং ৮ম শরীক রাষ্ট্র হিসেবে অনুস্বাক্ষর করেছে। ৩ মে ২০০৮ থেকে এটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন হিসেবে কার্যকর হয়েছে।

১.৩. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অনুসৃত উল্লেখযোগ্য জাতীয় নীতি

১.৩.১ জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি, ২০০৫

১.৩.২ প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা, ১৯৯৫

১.৩.৩ জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১

১.৩.৪ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১

১.৩.৫ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০১১

১.৩.৬ জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০১০

১.৩.৭ জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) নীতি, ২০০২

১.৪ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অনুসৃত উল্লেখযোগ্য আইন ও অধ্যাদেশ

১.৪.১ ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১

১.৪.২ কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইন, ২০০৬

১.৪.৩ বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১

১.৪.৪ শিশু আইন, ১৯৭৪

১.৪.৫ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১।

১.৪.৬ দ্যা প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অধ্যাদেশ, ১৯৬০।

১.৪.৭ এতিমখানা এবং বিধবাসদন আইন, ১৯৪৪।

১.৫ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অনুসৃত উল্লেখযোগ্য বিধিমালা

১.৫.১ বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ বিধিমালা, ২০০৮

১.৫.২ শিশু বিধিমালা, ১৯৭৬

১.৫.৩ দ্যা প্রবেশন অব অফেন্ডার্স বিধিমালা, ১৯৭১

১.৫.৪ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৬২

১.৬ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অনুসৃত জাতীয় পরিকল্পনা

১.৬.১ আউটলাইন পারস্পেকটিভ প্ল্যান অফ বাংলাদেশ (২০১০-২০২১)

১.৬.২ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১১-১৫

১.৬.৩ প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০০৬

১.৬.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জাতীয় পরিকল্পনা ২০১০-১৫

১.৬.৫ দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০

১.৭ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণী উল্লেখযোগ্য জাতীয় কমিটিসমূহ

১.৭.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি;

ক্রম	নাম	পদবী	সংসদীয় আসন
১	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হোসেন	সভাপতি	৯৮ বাগেরহাট -৪
২	জনাব এনামুল হক মোস্তফা শহীদ	সদস্য	২৪২ হবিগঞ্জ -৪
৩	সৈয়দা জেবুন্নেছা হক	সদস্য	৩৩৫ মহিলা আসন -৩৫
৪	জনাব আব্দুল মোমিন তালুকদার	সদস্য	৩৮ বগুড়া-৩
৫	জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ খান	সদস্য	২৪০ হবিগঞ্জ-২
৬	জনাব নুরুন্নবী চৌধুরী	সদস্য	১১৭ ভোলা-৩
৭	বেগম চেমন আরা বেগম	সদস্য	৩০৯ মহিলা আসন-৯
৮	বেগম মাহজাবীন মোরশেদ	সদস্য	৩৪৪ মহিলা আসন-৪৪
৯	এ, এন, মাহফুজা খাতুন বেবী মওদুদ	সদস্য	৩৫০ মহিলা আসন-৫০
১০	বেগম অপু উকিল	সদস্য	৩০২ মহিলা আসন-০২

১.৭.২ জাতীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমন্বয় কমিটি;

১.৭.৩ প্রবীণ বিষয়ক জাতীয় কমিটি;

১.৭.৪ সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি;

১.৭.৫ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি;

১.৭.৬ জাতীয় প্রবেশন বোর্ড;

১.৭.৭ কারাগারে আটক শিশু কিশোরদের মুক্তির লক্ষ্যে গঠিত টাস্কফোর্স;

১.৭.৮ ভবঘুরে উপদেষ্টা বোর্ড;

১.৭.৯ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ।

১.৮ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত দায়িত্বাবলী

সমাজের সবচেয়ে অনগ্রসর, হতদরিদ্র, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ মন্ত্রণালয় দারিদ্র নিরসন ও স্থিতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা এবং সামাজিক বৈষম্য ন্যূনতম পর্যায়ে আনার রূপকল্পের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত রয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অবহেলিত, অসহায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতম প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়ন ও তাদের অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনে সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। পরিবারভিত্তিক দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজকল্যান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত এ সকল কার্যক্রম সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২১) ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে সংগতিপূর্ণ।

জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবসের অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

১.৮.১ কার্যতালিকা (Allocation of Business)

[১][৩৭] সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

১. সমাজকল্যাণ সম্পর্কিত জাতীয় নীতি;

২. সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠির সামাজিক উন্নয়ন সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টা/জোর দেয়া;

৩. জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ;

৪. শিশু কল্যাণ এবং সমাজকল্যাণ সম্পর্কিত বিষয়ে অপরাপর মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে সমন্বয়;

[২]৪(ক) বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা;

৫. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সনের XL VI নং অধ্যাদেশ) এবং শিশু আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের XXXIX নং আইন) এর প্রশাসন;

৬. সমাজসেবা অধিদফতর সম্পর্কিত বিষয়াদি;

৭. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহকে অনুদান;

৮. ভবঘুরে আইন ও ভবঘুরে এবং দুঃস্থ পরিবার, দরিদ্র পরিবার এবং এতিম 'এর প্রশাসন;

৯. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;

১০. ভিক্ষাবৃত্তি, ভবঘুরে, কিশোর অপরাধী এবং আফটার কেয়ার কার্যক্রম;

১১. কারামুক্ত কয়েদীদের প্রবেশন, প্যারোল এবং আফটার কেয়ার;

১২. সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত সকল ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ (dealing) ও চুক্তি (agreements);

১৩. United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির কল্যাণ কার্যে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা/ বৈদেশিক সংস্থা;

১৪. আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে লিয়াজোঁ এবং এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত বিষয়ে সন্ধি (treaties) এবং অন্যান্য দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে চুক্তি (agreements);

১৫. এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত যে কোন বিষয়ে তদন্ত ও পরিসংখ্যান;

১৬. এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল আইন;

১৭. আদালতে গৃহীত ফিস ব্যতীত এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত যে কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ফিস ।

নোট:

[১]এসআরও. নং-২৩১-আইন/২০০৮সিডি-৪/৫/২০০৮-বিধি, তারিখ ২৪/০৭/২০০৮ দ্বারা সংশোধিত

[২]এসআরও. নং-১৬২-আইন/২০১০-০৪.৪২৩.০২২.০২.০১.০০৫.২০১০, তারিখ ০৭/০৬/২০১০ দ্বারা সংশোধিত

১.৮.২ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠি ও সংস্থা'র সংজ্ঞা এবং সংখ্যা

১.৮.২.১ অনগ্রসর, দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের পরিবার

পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১০ অনুযায়ী যে সকল পরিবারের বার্ষিক পারিবারিক গড় আয় ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত দরিদ্রতম শ্রেণী এবং ৫০ হাজার থেকে ৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত দরিদ্র শ্রেণী'র পরিবার ।

Population & Housing Census 2011, Preliminary Results, BBS অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যা ১৪.২৩ কোটি এবং Household Income and Expenditure Survey (HIES), 2010, BBS অনুযায়ী দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যা শতকরা ৩১.৫ ভাগ অর্থাৎ ৪.৪৮ কোটি । এর মধ্যে অতিদরিদ্র জনসংখ্যা হচ্ছে শতকরা ১৭.৬০ ভাগ । অর্থাৎ মোট ২.৫০ কোটি । সে হিসেবে বলা যায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্যভুক্ত অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির সংখ্যা ২.৫০ কোটি এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠির সংখ্যা ১.৯৮ কোটি ।

১.৮.২.২ অসচ্ছল, অসহায় ও সমস্যাগ্রস্ত প্রবীণ ব্যক্তি

বয়স্কভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১১ অনুযায়ী বয়স্ক ব্যক্তি বা প্রবীণ ব্যক্তি বলতে ৬৫ বছর বা তদুর্ধ বয়সের পুরুষ এবং ৬২ বা তদুর্ধ বয়সের নারীকে বুঝাবে ।

Population & Housing Census 2011, Preliminary Results, BBS অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষ ৭.১২ কোটি এবং নারী ৭.১১ কোটি । BBS কর্তৃক প্রকাশিত Bangladesh datasheet এ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে ৬৫ বছর বয়সী ঊর্ধ্ব পুরুষ শতকরা ৪.২৯ ভাগ এবং ৬২ বছর বয়সী ঊর্ধ্ব নারী শতকরা ৪.৫৯ভাগ । সে হিসেবে বাংলাদেশে ৬৫ বছর বয়সী পুরুষের ঊর্ধ্ব সংখ্যা ৩০.৫৭ লক্ষ এবং ৬২ বছর বয়সী ঊর্ধ্ব নারীর সংখ্যা ৩২.৬১ লক্ষ জন । HelpAge International এর হিসাব মতে বাংলাদেশের শতকরা ৪৩ ভাগ প্রবীণ জনসংখ্যা দরিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে । সে হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্যভুক্ত অসচ্ছল, অসহায় ও সমস্যাগ্রস্ত প্রবীণ ব্যক্তি'র সংখ্যা পুরুষ ১৩.১৪ লক্ষ এবং নারী ১৪.০৩ লক্ষ মোট ২৭.১৭ লক্ষ জন ।

১.৮.২.৩ বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও দুঃস্থ মহিলা

এতিমখানা ও বিধবাসদন আইন, ১৯৪৪ এর ২(৬) ধারা অনুযায়ী 'বিধবা' বলতে যিনি তাঁর স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছেন বুঝায় । বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১১ অনুযায়ী 'বিধবা' বলতে যাদের স্বামী মৃত এবং 'স্বামী পরিত্যক্তা' বলতে যাঁরা স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা বা অন্য যে কোন কারণে অন্ততঃ দু'বছর যাবৎ স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বা একত্রে বসবাস করেন না ।

BBS কর্তৃক প্রকাশিত Bangladesh datasheet এ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ১০+ বয়সী নারী হচ্ছে শতকরা ৭৫.১৯ ভাগ অর্থ্যাৎ ৫.৩৪ কোটি । এর মধ্যে বিধবার হার শতকরা ৮.৫৬ ভাগ এবং স্বামী পরিত্যক্তার হার শতকরা ১.২৩ ভাগ । সে হিসেবে বাংলাদেশে বিধবার সংখ্যা ৪৫.৭৪ লক্ষ এবং স্বামী পরিত্যক্তার সংখ্যা ৬.৫৭ লক্ষ, মোট ৫২.৩১ লক্ষ । এর মধ্যে দরিদ্র বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা শতকরা ৫০ ভাগ হিসেবে লক্ষ্যভুক্ত বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ নারীর সংখ্যা ২৬.১৫ লক্ষ জন ।

১.৮.২.৪ এতিম, অবহেলিত, দুঃস্থ, বিপন্ন, পিতামাতার যত্নবঞ্চিত শিশু

এতিম ও বিধবা আইন, ১৯৪৪ এর ২(৩) অনুযায়ী এতিম বলতে ১৮ বছর বয়সের নীচে ছেলে বা মেয়ে শিশুকে বুঝায় যার পিতা মৃত বা যে তাঁর পিতামাতা বা বৈধ অভিভাবক কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছে ।

১.৮.২.৫ সামাজিক অপরাধপ্রবণ ব্যক্তি

দ্যা প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অধ্যাদেশ, ১৯৬০ এর আওতায় আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রবেশনার ।

১.৮.২.৬ জেলমুক্ত কয়েদী

আদালত কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদে সাজা ভোগের পর জেল থেকে আইনগতভাবে মুক্ত কয়েদী ।

১.৮.২.৭ কারাগারে আটক শিশু

আদালত কর্তৃক সাজা পাওয়ার কারণে বা পুলিশ কর্তৃক আটককৃত শিশু যার বয়স ১৬ বছরের কম এবং যার অবস্থান কারাগারে ।

১.৮.২.৮ নিরাশ্রয় ব্যক্তি

ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১ এর ধরা ২(৬) অনুযায়ী 'নিরাশ্রয় ব্যক্তি' অর্থ 'এমন কোন ব্যক্তি যাহার বসবাসের বা রাত্রি যাপন করিবার মত সুনির্দিষ্ট স্থান বা জায়গা এবং ভরণ-পোষণের জন্য নিজস্ব কোন সংস্থান নাই এবং যিনি অসহায়ভাবে শহর বা গ্রামে ভাসমান অবস্থায় জীবন-যাপন করেন এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত বিভিন্ন ভাতা, সাহায্য, ইত্যাদি লাভ করেন না;'

১.৮.২.৯ ভবঘুরে

ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১ এর ধরা ২(১৪) অনুযায়ী 'ভবঘুরে' অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যাহার বসবাসের বা রাত্রি যাপন করিবার মত সুনির্দিষ্ট কোন স্থান বা জায়গা নাই অথবা যিনি কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত অযথা রাস্তায় ঘোরাফিরা করিয়া জনসাধারণকে বিরক্ত করেন অথবা যিনি নিজে বা কাহারো প্ররোচনায় ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হন; তবে কোন ব্যক্তি দাতব্য, ধর্মীয় বা জনহিতকর, কোন কাজের উদ্দেশ্যে অর্থ, খাদ্য বা অন্য কোন প্রকার দান সংগ্রহ করিলে এবং উক্ত উদ্দেশ্যে বা কাজে তাহা ব্যবহার করিলে তিনি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না ।

১.৮.২.১০ ভিক্ষুক

যিনি ভিক্ষা করেন তিনি ভিক্ষুক । শিশু আইন ১৯৭৪ এর ধারা ২(গ) অনুযায়ী 'ভিক্ষা করা অর্থ-

(অ) নাচ, গান, ভাগ্য গণনা, পবিত্র স্তবক পাঠ অথবা কলা-কৌশল প্রদর্শনকরতঃ ভান করিয়া হউক বা না হউক কোন প্রকাশ্য স্থানে (public place) ভিক্ষা চাওয়া বা গ্রহণ করা;

(আ) ভিক্ষা চাহিবার কিংবা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিমালিকানাধীন বাড়ী বা আঙ্গিনায় প্রবেশ করা;

(ই) ভিক্ষাপ্রাপ্তি অথবা আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন ক্ষত, ঘা, জখম, বিকলাঙ্গতা বা ব্যাধি প্রদর্শন করা কিংবা অনাবৃত করিয়া রাখা;

(ঈ) দৃশ্যতঃ জীবন ধারণের কোন উপায় না থাকায় প্রকাশ্য স্থানে এমনভাবে ঘুরিয়া বেড়ানো কিংবা অবস্থান

করা যাহার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ব্যক্তি ভিক্ষা চাহিয়া বা গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করেন; এবং

(উ) ভিক্ষা চাওয়া বা গ্রহণের উদ্দেশ্যে নিজেকে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া;

১.৮.২.১১ কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারী

কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইন, ২০০৬ এর ধার ৩ এ বর্ণিত বিশেষ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারী ।

১.৮.২.১২ আইনের সংস্পর্শে ও আইনের সাথে সংর্ঘষে আসা শিশু

শিশু আইন ১৯৭৪ এর ধারা ২(চ) অনুযায়ী 'শিশু' অর্থ ষোল বৎসরের নীচের কোন ব্যক্তি, এবং প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে কিংবা অনুমোদিত আবাসে প্রেরিত অথবা কোন আত্মীয় বা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তির হেফাজতে আদালত কর্তৃক সোপর্দকৃত শিশুর ক্ষেত্রে, ষোল বৎসর পূর্ণ হইলেও তাহার নিরাপদ হেফাজতকালীন পূর্ণ সময়কাল; শিশু আইন ১৯৭৪ এর ধারা ২(চ)

১.৮.২.১৩ অসহায় ও দুঃস্থ রোগী

চিকিৎসা প্রাপ্তির উদ্দ্যেশ্যে হাসপাতালে আগত রোগী যিনি নিজ চিকিৎসার ব্যয়ভার বহনে অক্ষম ।

১.৮..২.১৪ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি:

বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ এর ৩ ধারা অনুযায়ী 'প্রতিবন্ধী' অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি-

(ক) জন্মগতভাবে বা রোগাক্রান্ত হইয়া বা দুর্ঘটনায় আহত হইয় বা অপচিকিৎসায় বা অন্য কোন কারণে দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা বুদ্ধিতে ভারসাম্যহীন; এবং

(খ) উক্তরূপ বৈকল্য বা ভারসাম্যহীনতার ফলে-

(অ) স্থায়ীভাবে আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতাহীন; এবং

(আ) স্বাভাবিক জীবনযাপনে অক্ষম ।

১.৮..২.১৫ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা;

স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ), অধ্যাদেশ- ১৯৬১ অনুযায়ী নিবন্ধন প্রাপ্ত সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, সমিতি বা যে কোন ধরণের সংগঠন ।

১.৯ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের জাতিগঠনমূলক মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি মন্ত্রণালয়। রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রধান একজন পূর্ণ মন্ত্রী। এছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় উপদেষ্টা এবং স্পেশাল এ্যাসিসটেন্টগণ এ মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সচিব, সমাজক্যলাণ মন্ত্রণালয়।

১.৯.১ দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী/স্পেশাল এ্যাসিসটেন্ট

প্রতিবেদনকালীন সময় নিম্নবর্ণিতগণ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ক্রম	নাম ও পদবী	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব প্রদান
১.	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম.এ. মালেক স্পেশাল এ্যাসিসটেন্ট টু চীফ এ্যাডভাইজার	১২/০১/২০০৮	০১/০১/২০০৯
২.	জনাব এনামূল হক মোস্তফা শহীদ মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	০৬/০১/২০০৯	চলমান

১.৯.২ দায়িত্ব প্রাপ্ত সচিবগণ

প্রতিবেদনকালীন সময় নিম্নবর্ণিত সচিবগণ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন।

ক্রম	নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব প্রদান
১.	জনাব দেওয়ান জাকির হোসাইন	১০/০৬/২০০৮	১৮/০১/২০০৯
২.	জনাব সুনীল কান্তি বোস	১৮/০১/২০০৯	০৮/০২/২০০৯
৩.	জনাব কামরুন নেসা খানম	০৮/০২/২০০৯	২৮/০২/২০১১
৪.	জনাব রণজিৎ কুমার বিশ্বাস এনডিসি	১৪/০৩/২০১১	চলমান

১.৯.৩ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অরগানোগ্রাম

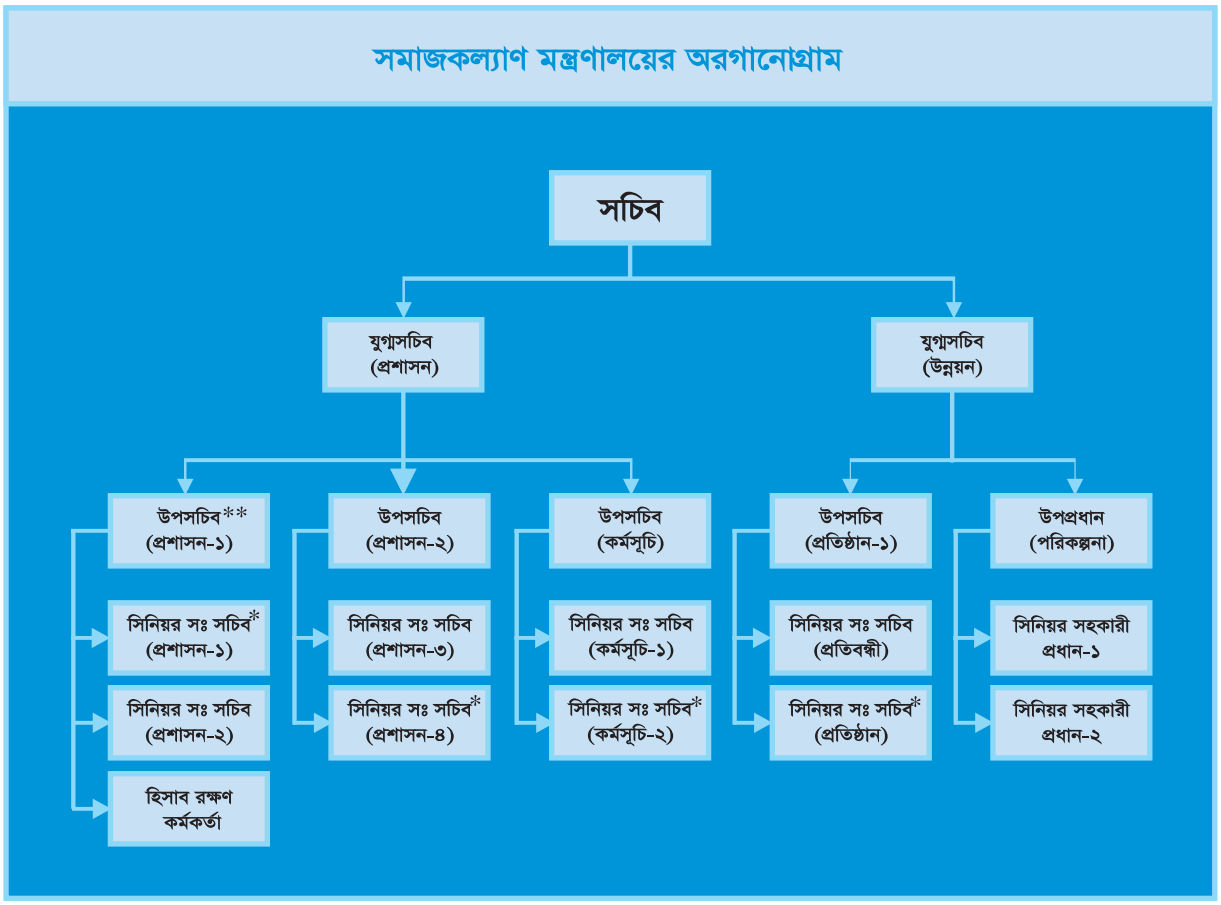

* চিহ্নিত পদগুলো বর্তমানে সুপারনিউমারারী।

** জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩০.১২.০২০.১২-১২ নম্বর পরিপত্র ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখের ০৫.১৩১.০১৯.০০.০১.০০১.১২-২৬৬ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে বর্তমানে যুগ্মসচিব কর্মরত আছেন।

১.৯.৪ জনবল

সারণী-১.৯.৪: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জনবল

কর্মকর্তা কর্মচারীর ধরণ	ক্রম	পদবী	পদসংখ্যা
১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	১.	সচিব	০১
	২.	যুগ্মসচিব(প্রশাসন)	০১
	৩.	যুগ্মসচিব(উন্নয়ন)	০১
	৪.	উপসচিব	০৮
	৫.	উপপ্রধান	০১
	৬.	সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব	০৪
	৭.	সিনিয়র সহকারী প্রধান/ সহকারী প্রধান	০২
	৮.	সচিবের একান্ত সচিব	০১
	৯.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১
		মোট ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	২০
২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা	১০.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১০
	১১.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৮
		মোট ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা	১৮
৩য় শ্রেণীর কর্মচারী	১২.	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক	০৮
	১৩.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	০৩
	১৪.	হিসাবরক্ষক	০১
	১৫.	সহকারী হিসাবরক্ষক	০১
	১৬.	ক্যাশিয়ার	০১
	১৭.	ডাটাএন্ট্রি অপারেটর	০১
	১৮.	ড্রাইভার	০১
	১৯.	ক্যাশ সরকার	০১
	২০.	গেস্টেটনার অপারেটর	০১
		মোট ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী	১৮
৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী	২১.	ডেসপাচ রাইডার	০১
	২২.	এম এল এস এস	১৯
		মোট ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী	২০
		সর্বমোট কর্মকর্তা কর্মচারী	৭৬

বর্তমানে ১ম শ্রেণী ১টি, ২য় শ্রেণী ৪টি, ৩য় শ্রেণী ৭টি ও ৪র্থ শ্রেণী ৩টি পদ শূন্য আছে।

১.১০ অনুবিভাগ প্রধান ও তার কার্যাবলী

১.১০.১ প্রশাসন অনুবিভাগ

যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	অধীন কর্মকর্তা
প্রতিস্থাপক যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)	১। উপসচিব (প্রশাসন-১)
	২। উপসচিব (প্রশাসন-২)
	৩। উপসচিব (কার্যক্রম)
	৪। উপসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা)
	৫। উপসচিব (কর্মসূচি-২ অধিশাখা)
	৬। উপসচিব (প্রশাসন-৪ ও বাজেট অধিশাখা)

কার্যাবলী

১) মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাবলী ও কার্যতালিকা বন্টন।

২) মন্ত্রণালয়ে প্রেষণে/সংযুক্ত দপ্তর/অধিদফতরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশাসনিক কার্যাবলী ও কার্য তালিকা বন্টন।

৩) মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তিকরণ।

৪) মন্ত্রণালয়ের যানবাহন নিয়ন্ত্রণ।

৫) অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণের জন্য অর্থ মঞ্জুরী ইত্যাদি।

৬) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও সিম্পোজিয়ামে প্রতিনিধি প্রেরণ।

৭) বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ও এ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রেরণ।

৮) মাননীয় মন্ত্রীর বৈদেশিক সফর এবং এতদসংক্রান্ত আর্থিক মঞ্জুরীর বিষয়াদি।

৯) রাজস্ব খাতের আনুষাঙ্গিক খরচের বিষয়াদি।

১০) আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্টেশনারী মালামাল সংগ্রহ, মেরামত, বিতরণ এবং অকেজো ঘোষিত মালামাল নিস্পত্তিকরণ।

১১) অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সাথে সমন্বয়ের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে যোগাযোগ।

১২) সরকার কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন কমিটি সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং এর উপর মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখার সাথে সমন্বয়।

১৩) সাধারণ সেবা ও প্রটোকল।

১৪) জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত বিষয়াদি।

১৫) মাসিক সমন্বয় সভার যাবতীয় বিষয়।

১৬) মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে বিভিন্ন ঋণ মঞ্জুরী সংক্রান্ত বিষয়।

১৭) মন্ত্রণালয়ের গ্রহণ ও প্রেরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ।

১৮) দূর্যোগ ও দূর্ঘটনাসহ অন্যান্য যাবতীয় বিষয়।

১৯) মন্ত্রণালয়ের কোটাভুক্ত সরকারী বাসা বরাদ্দ সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

২০) প্রাধিকার অনুযায়ী সরকারী খরচে দৈনিক সংবাদপত্র সরবরাহ ও বিল পরিশোধ।

২১) মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন সংযোগ, স্থানান্তর ও বিল পরিশোধ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়।

২২) ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের লিভারিজ সরবরাহ।

২৩) পাবলিক একাউন্টস কমিটি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়।

২৪) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সরকারী হিসাব এবং অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত গঠিত কমিটির কার্যাদি।

২৫) মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তি নিস্পত্তিকরণ।

২৬) মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন, ভাতা এবং আনুষাংগিক খরচ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ।

২৭) সকল প্রকার ঋণ ও অগ্রিমের বিল প্রস্তুতকরণ।

২৮) মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক বাজেট প্রণয়নে যাবতীয় তথ্যাদি সরবরাহ।

২৯) স্থায়ী অগ্রিম হতে অগ্রিম প্রদান এবং সমন্বয় সাধন।

৩০) মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা ইত্যাদির বছর ভিত্তিক বই বাধাই ও সংরক্ষণ।

৩১) কর্মচারীদের অর্জিত ছুটির হিসাব সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রেরণ।

৩২) কর্মচারীদের বেতন নির্দ্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

৩৩) যানবাহনের ভাড়া আদায় সংক্রান্ত বিষয়।

৩৪) মন্ত্রণালয় ও এর অধীন অধিদফতর/সংস্থাসমূহের বাজেট সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়।

৩৫) সমাজসেবা অধিদফতরের রাজস্ব খাতের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশাসনিক বিষয়াদি।

৩৬) সমাজসেবা অধিদফতরের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ।

৩৭) সমাজসেবা অধিদফতরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত কারণে বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি প্রদান।

৩৮) সমাজসেবা অধিদফতরের রাজস্ব খাতের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ বিধি ও বেতন স্কেল সম্পর্কিত বিষয়।

৩৯) সমাজসেবা অধিদফতরের অস্থায়ী রাজস্ব খাতে পদ সংরক্ষণ।

৪০) সমাজসেবা অধিদফতরের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন অগ্রিম (গৃহ নির্মাণ, মোটর কার, মোটর সাইকেল ও কম্পিউটার) মঞ্জুরী।

৪১) সমাজসেবা অধিদফতরের কর্মকর্তাদের পিআরএল/পেনশন।

৪২) সমাজকল্যাণমূলক জাতীয় আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

৪৩) সমাজকল্যাণমূলক জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

৪৪) সমাজসেবা অধিদফতরের কর্মকর্তাদের রাজস্ব খাতে পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ।

৪৫) সমাজসেবা অধিদফতরের কর্মচারীদের রাজস্ব খাতে পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ।

৪৬) সমাজসেবা অধিদফতরের কর্মকর্তাদের মাসিক ভ্রমণ ও পরিদর্শন প্রতিবেদন।

৪৭) সচিব সভার বিষয়াবলী ।
৪৮) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, মুদ্রণ সংক্রান্ত বিষয়াবলী ।
৪৯) সমাজসেবা অধিদফতরের কর্মকর্তাদের বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত ।
৫০) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদন সংক্রান্ত কার্যাবলী ।
৫১) কমিশনার/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন/কার্য বিবরণী সংক্রান্ত ।
৫২) সমাজসেবা অধিদফতরের উন্নয়ন প্রকল্পের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা (নতুন পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ পর্যন্ত) ।
৫৩) সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্ন মেরামত ও মালামাল ক্রয়ের মঞ্জুরী ।
৫৪) সমাজসেবা অধিদফতরের যানবাহন ক্রয় ও মেরামতের মঞ্জুরী ।
৫৫) রাজস্ব বাজেটের আওতায় কর্মসূচি তহবিল ছাড়করণ ।
৫৬) উন্নয়ন প্রকল্প রাজস্বখাতে স্থানান্তর প্রক্রিয়াকরণ ।
৫৭) প্রকল্প পরিদর্শন, পরীবিক্ষণ প্রতিবেদন সংক্রান্ত কার্যাবলী ।
৫৮) ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত বিষয়াদি ।
৫৯) বেসরকারী এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট মঞ্জুরী ।
৬০) বিভাগ/জেলা/উপজেলা/ পর্যায়ে নতুন অফিস স্থাপন সংক্রান্ত বিষয় ।
৬১) বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের যাবতীয় কার্যাবলী ।
৬২) দেশী ও বিদেশী সংস্থায় চাঁদা প্রদান ।
৬৩) আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যাবতীয় চুক্তি ।
৬৪) গৃহায়ন তহবিল ।
৬৫) মন্ত্রিপরিষদ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ।
৬৬) আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট এর যাবতীয় কার্যাবলী ।
৬৭) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ ।
৬৮) ওয়েব সাইট ও আইসিটি বিষয়ক যাবতীয় কার্যাবলী ।
৬৯) প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও বেসরকারী সংস্থার যাবতীয় কার্যাবলী ।
৭০) জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশনের যাবতীয় প্রশাসনিক বিষয়াবলী ।
৭১) সার্ক বিষয়ক যাবতীয় প্রতিবন্ধী কার্যাবলী ।
৭২) প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াবলী ।
৭৩) বয়স্কভাতা/বিধবা ভাতা ও অন্যান্য ভাতা প্রদান কার্যক্রম ।
৭৪) মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ঐচ্ছিক তহবিলের জিও জারী সংক্রান্ত ।
৭৫) উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত যে কোন দায়িত্ব ।

১.১০.২ উন্নয়ন অনুবিভাগ

যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)	অধীন কর্মকর্তা
প্রতিস্থাপক যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	১। উপসচিব (প্রতিষ্ঠান) ২। উপসচিব (প্রতিষ্ঠান অধিশাখা) ৩। উপপ্রধান (পরিকল্পনা)

কার্যাবলী

১) প্রতিবন্ধী বিষয়ক আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং এ সংক্রান্ত কার্যাবলী।

২) শিশু আইন/নীতি/প্রবেশন, প্যারোল/কারাবন্দীদের বিষয়।

৩) প্রবীণ বিষয়ক যাবতীয় কার্যাবলী।

৪) সমাজসেবা অধিদফতরের প্রতিষ্ঠানসমূহের আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং এ সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৫) নিরাপদ আবাসন কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যাবলী।

৬) সরকারী আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যাবলী।

৭) নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

৮) স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ এর প্রয়োগ।

৯) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িতব্য বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের প্রকল্প সারপত্র/প্রকল্প ছক প্রণয়নে অংশগ্রহণ, পরীক্ষা, প্রক্রিয়াকরণ।

১০) উল্লিখিত প্রকল্পের অর্থ ছাড়করণ।

১১) প্রকল্প বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে, আই,এম,ই,ডি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, একনেক এবং এনইসির চাহিদা মোতাবেক যাবতীয় কাজ সম্পাদন।

১২) মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভার জন্য প্রতিবেদন প্রনয়ন ও সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অনুসরণ।

১৩) সাহায্যকারী সংস্থার ব্রীফ প্রণয়ন, পত্রালাপ ও সংযোগ রক্ষা করা।

১৪) এইড মেমোরেন্ডাম/এইড কনসর্টিয়াম।

১৫) উন্নয়ন বাজেট সংক্রান্ত।

১৬) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়নাধীন কারিগরী সহায়তা প্রকল্প।

১৭) মন্ত্রণালয়ের মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভা সংক্রান্ত কার্যাদি।

১৮) মন্ত্রণালয়ের এডিপি/সংশোধিত এডিপি ও ত্রি-বার্ষিক আবর্তক কর্মসূচী প্রণয়ন।

১৯) এনজিও বিষয়ক প্রকল্প।

২০) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

২১) ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত যে কোন দায়িত্ব।

১.১১ নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর/সংস্থা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রনাধীন নিম্নোক্ত ৪টি সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

১) সমাজসেবা অধিদফতর;

২) জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন;

৩) বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ;
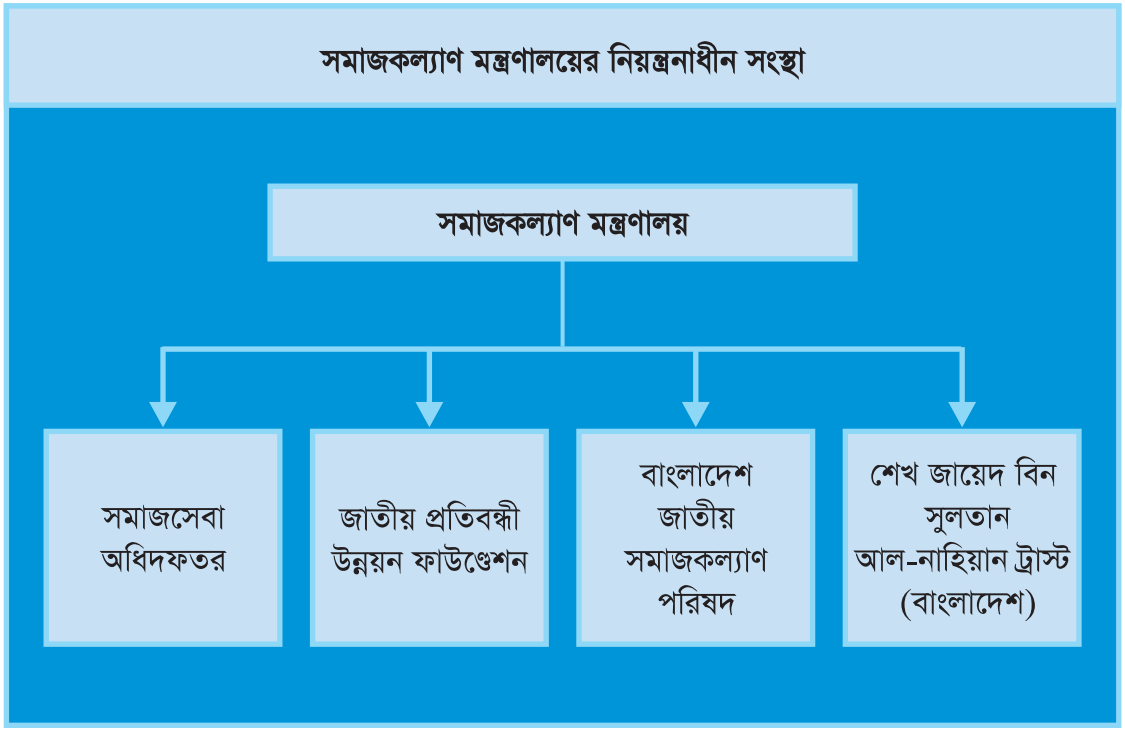
৪) শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)।